দৈনিক সংবাদ

176

তারিখ 22 OCT. 1987

পৃষ্ঠা ... h ... কলাম ... 3

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন বাধ্যতামূলক করা হোক

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলন--এ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা দুটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্মরণীয়। এ আন্দোলন-সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে পুরোভাগে নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের ছাত্রসমাজ এবং তাদের অনেকে শহীদ হয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এসব আন্দোলনের দুর্গ। কিন্তু এ স্মরণীয় দিনগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ছুটি দেওয়া হয়। কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারী), স্বাধীনতা দিবস (২৬শে মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর) পালন করা হয় না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই; তৈরী করলেও ভেঙ্গে ফেলে দেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শহীদ মিনার নির্মাণ করতে গেলে কর্তৃপক্ষ বাধা প্রদান করেন, কোন কোন মহল থেকে এ ঐতিহাসিক দিনগুলোর অপব্যাখ্যাও আসছে এবং দেওয়া হচ্ছে। তাই সকল দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী বছরগুলোতে শহীদ দিবস স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসে স্ব স্ব এলাকার কিণ্ডার গার্টেন ও মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালন, শহীদ মিনার নির্মাণ এবং এ তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা অনুষ্ঠানসহ পালনের অনুরোধ জানাই। সাথে সাথে সরকারকে স্বাধীনতার পক্ষের সকল দেশপ্রেমিক জনগণের সাথে একত্র হয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারী খরচে প্রত্যেক মাদ্রাসা কিণ্ডারগার্টেনসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং শহীদ দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারী), স্বাধীনতা দিবস (২৬শে মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর) বাধ্যতামূলক পালনের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ জানাই।

--সন্দীপন ভট্টাচার্য, ১৩৮/১, মাদারটেক, নতুনপাড়া, বাসাবো, ঢাকা।

সরকার সমীপে

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ১৯৮৬-৮৭ইং শিক্ষা বর্ষে প্রতিটি উপজেলায় দু'টি করে প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ করা হয়েছে, বাংলাদেশ গেজেটে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু অদ্যাবধি কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। কুড়িগ্রাম জেলার কয়েকটি উপজেলার জাতীয়করণ স্কুলে ৬।৭ জন করে শিক্ষক।শিক্ষিকা দীর্ঘদিন কাজ করে আসিতেছে যাহার তালিকা জনশিক্ষা পরিচালক অফিসেই স্কুলের নামের সহিত রহিয়াছে, কিন্তু জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানাইয়াছেন, প্রতিটি জাতীয়করণ স্কুলে ৪ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। বাকী দুই বা তিনজন শিক্ষক কি হবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বর্ষে বাংলাদেশে ১৪টি স্কুল জাতীয়করণ করা হইয়াছিল। ঐ ১৪টি জাতীয়করণ স্কুলে ৬ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে যদি ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দানের আদেশ পায় তাহা হইলে কি করে সম্ভব ৪জন করে নতুন জাতীয়করণকৃত স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগপত্র প্রদান।

এখানে আমার কথা ও কর্মরত শিক্ষকের কথা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কোন কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা বাদ না দিয়ে সকল জাতীয়করণকৃত স্কুলে কর্মরত সকল শিক্ষককে নিয়োগপত্র প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন করিতেছি।

যগেন চন্দ্র রায়,
কর্মরত সহকারী শিক্ষক,
বালাতাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভাপতির বক্তব্য

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগে সংঘটিত পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ মহল কর্তৃক বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে যেভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার অবসানকল্পে আমি বিষয়টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর '৮৭ তারিখে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর প্রথমপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনের পরীক্ষার মুখ্য পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন বিভাগের প্রবীণতম অধ্যাপক জনাব সৈয়দ শামসুজ্জোহা। বেলা একটায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর পরই আমি একটি ব্যক্তিগত কাজে এবং বন্যার্তদের সাহায্যার্থে প্রদত্ত শিক্ষকদের চাঁদার চেকটি রেডক্রস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য শহরে চলে আসি। ঐ রাতেই আমি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে রাজশাহীর উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। আমি চট্টগ্রাম ফিরে আসি ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে। পরীক্ষা শেষে অধ্যাপক জোহা খাতাগুলো তার কামরায় আলমারীতে তালাবদ্ধ করে রাখেন। তিনিও পেশাগত কাজে ১৪ তারিখে রাজশাহী চলে যান এবং ২৪ তারিখ দুপুর ২টার দিকে ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন।

২৪ তারিখ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং এই কারণে শহর থেকে সেদিন ব্যবস্থাপনা বিভাগের কোন শিক্ষকই ক্যাম্পাসে যাননি। ঐ দিন বেলা আনুমানিক দু'টার দিকে বিভাগীয় মুদ্রাক্ষরিক সহকারী মোহাম্মদ শাহ আলম বেআইনীভাবে অধ্যাপক জোহার কামরা ও আলমারী খুলে সেখান থেকে দু'জন ছাত্রছাত্রীর খাতা বের করে। এরপর সে অন্য একটি শিক্ষক কক্ষ খুলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদ্বয়কে সেখানে বসিয়ে খাতায় লিখতে দেয়। এই অবস্থায় তারা ধৃত হয়।

এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, দু'জন সহকারী প্রক্টর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাণিজ্য অনুষদের ডীন, অধ্যাপক জোহা ও ভারপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত হন। ধৃত ছাত্র-ছাত্রীদ্বয় ও মুদ্রাক্ষরিক-সহকারী তাদের দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করে এবং সকলের উপস্থিতিতে লিখিত স্বীকারোক্তি প্রদান করে। সেদিন রাত দশটায় আমি ঘটনাটি অবহিত হই এবং ২৫ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় ২৬ তারিখ শনিবার আমি এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাই। বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী মুদ্রাক্ষরিক-সহকারী মোহাম্মদ শাহআলমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য উপাচার্য মহোদয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামানকে সভাপতি করে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ছাড়া এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যাসহ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত এ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির একটি বিবৃতিও ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে এবং একটি বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে কিছু সংখ্যক ছাত্র অত্যন্ত রুচিহীন, অশালীন এবং আপত্তিকর ভাষায় পোষ্টার ও লিফলেট প্রচার করেছে এবং নানা ধরনের আপত্তিজনক ভাষায় শ্লোগান দিয়েছে। এ সবের মাধ্যমে তারা আমাকেসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সম্মানিত শিক্ষককে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে; যদিও সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন যে, ২৪ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় বিভাগের কোন শিক্ষকই কোনভাবে জড়িত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক খাতাগুলো আমাকে হস্তান্তরের আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে আমার কিংবা আমার কক্ষের কোনই যোগ নেই।

সম্মানিত শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে অপমান করার পরও কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে নীরব রয়েছেন। এতে প্রকারান্তরে কি কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে না? তদন্ত চলাকালে শক্তি ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে কি নির্দোষকে দোষী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে না?

আশা করি এরপর এই ধরনের অপপ্রচার ও চরিত্র হননের পালা শেষ হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না।

আবদুল মান্নান
সভাপতি
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।